সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের নিয়োগ/পদোন্নতি ও অন্যান্য পরীক্ষা গ্রহণ সংক্রান্ত নির্দেশিকা

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি)
তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি বিভাগ
আগারগাঁও, ঢাকা-১২০৭

১. ভূমিকা:

বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল (বিসিসি) দেশে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির প্রসার ও উন্নয়নকল্পে প্রতিষ্ঠিত সরকারের একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবিধিবদ্ধ সংস্থা। দেশে কম্পিউটার এবং তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির ব্যবহার ও প্রয়োগ এবং জাতীয় লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজনীয় নীতিমালা প্রণয়ন, কার্যক্রম গ্রহণসহ সরকারের ডিজিটাল বাংলাদেশে বাস্তবায়ন এবং স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে বিসিসি নানাবিধ কার্যক্রম পরিচালনা করে আসছে। এরই অংশ হিসেবে বিসিসি প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে সংবিধিবদ্ধ প্রতিষ্ঠান হিসেবে পিএসসিসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির বিভিন্ন কারিগরি পদে (যেমন-সিস্টেম এনালিস্ট, প্রোগ্রামার, রক্ষণাবেক্ষন প্রকৌশলী, নেটওর্য়াক ইঞ্জিনিয়ার, সহকারী প্রোগ্রামার, কম্পিউটার অপারেটর, সাঁটলিপিকার কাম কম্পিউটার অপারেটর, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর, অফিস সহকারি কাম কম্পিউটার অপারেটর ইত্যাদি) নিয়োগ/পদোন্নতির নিমিত্তে লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষাসমুহ সততা, নিরপেক্ষতা ও দক্ষতার সাথে সফলভাবে পরিচালনা করে যথেষ্ঠ সুনাম অর্জন করেছে। এ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সরকারের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে দক্ষ জনবল সরবরাহের ক্ষেত্রে বিসিসি এক বিশেষ ভূমিকা পালন করে আসছে। উল্লেখ্য, অধিকাংশ ক্ষেত্রে এ সকল পরীক্ষার কার্যক্রম সরকারি ছুটির দিনে সম্পন্ন করা হয়ে থাকে।

এ সকল নিয়োগ/পদোন্নতির পরীক্ষা আয়োজনে দীর্ঘ অভিজ্ঞতা, কারিগরি দক্ষতা ও সুনাম অর্জনের পরিপ্রেক্ষিতে সম্প্রতি পিএসসিসহ বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থা থেকে আবেদনপত্র গ্রহণসহ লিখিত ও ব্যবহারিক পরীক্ষা আয়োজনের জন্য অধিকহারে অনুরোধ পাওয়া যাচ্ছে। এ সকল নিয়োগ পরীক্ষা আয়োজনে বিসিসি'র কাউন্সিল সভার সিদ্ধান্ত থাকলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে বিশেষায়িত প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিসিসি কর্তৃক কাঙ্খিত সেবা প্রদান সহজতর হবে। এখানে উল্লেখ্য, বিসিসি আইন ১৯৯০ অনুসারে বিসিসি তথ্য প্রযুক্তির ক্ষেত্রে জাতীয় লক্ষ্য অর্জনের স্বার্থে সকল সরকারী ও বেসরকারী এবং দেশীয় ও বিদেশী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ স্থাপন করা ও সহযোগিতা করা সহ প্রয়োজনীয় নানাবিধ পদক্ষেপ নিতে পারবে মমে উল্লেখ রয়েছে। তাছাড়াও বিসিসি তহবিল পরিচালনা বিধমালা ২০২২ এর ধারা ৩ ও ৪ মোতাবেক সেবা প্রদানের মাধ্যমে বিসিসির আয়ের সুযোগ রয়েছে।

২. উদ্দেশ্য:

বিসিসি গঠনের পর থেকেই তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির এপেক্স প্রতিষ্ঠান হিসেবে বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তির নিয়োগ/পদোন্নতি সংক্রান্ত বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণ করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নিয়োগ/পদোন্নতির বিভিন্ন পরীক্ষা গ্রহণের প্রস্তাব প্রাপ্তি সাপেক্ষে প্রয়োজনীয় বাজেট প্রনয়ন করে নির্বাহী পরিচালকের অনুমোদনক্রমে তা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মতির জন্য প্রেরণ করা হয়। সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান থেকে উক্ত বাজেট প্রস্তাবে সম্মতি সাপেক্ষে বিসিসি কর্তৃক নিয়োগ পরীক্ষা গ্রহণ করার ব্যবস্থা নেয়া হয়। সাধারনত বিসিসি কর্তৃক উন্নয়নকৃত সিস্টেমের মাধ্যমে নিয়োগ কার্যক্রম পরিচালিত হয় । সাম্প্রতিককালে বিসিসি'র দক্ষতা, স্বচ্ছতা, নিরপেক্ষতা, কারিগরি অবকাঠামো, পরীক্ষা গ্রহণ পদ্ধতির স্বচ্ছতার কারণে সেবা গ্রহীতাদের মধ্যে যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে। এজন্য এ ধরনের নিয়োগ কার্যক্রম/সেবার চাহিদা ও পরিধি অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে। এ সেবাটি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার জন্য সঠিকভাবে বাজেট প্রনয়ন, পরীক্ষা গ্রহণ, প্রাপ্ত বাজেটের অর্থের বিভাজন ও বিতরণ ইত্যাদি কার্যক্রম বাস্তবায়নের নিমিত্ত একটি নির্দেশিকা প্রণয়ন আবশ্যক।

এরই ধারাবাহিকতায় এ নির্দেশিকার অধীন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি সংক্রান্ত নিয়োগ/পদোন্নতির বিভিন্ন পরীক্ষা সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে।

৩. নিয়োগ/পদোন্নতি ও অন্যান্য পরীক্ষার ক্ষেত্রসমূহঃ

এ নির্দেশিকার অধীন বিভিন্ন সরকারি/বেসরকারি/স্বায়ত্বশাসিত সংস্থার নিয়োগ/পদোন্নতির নিম্নলিখিত পরীক্ষা গ্রহণ করা যাবে-

(ক) কম্পিউটার টাইপিং টেষ্ট;
(খ) এ্যাপ্টিটিউড পরীক্ষা;
(গ) এমসিকিউ পরীক্ষা;
(ঘ) লিখিত/বর্ণনামূলক পরীক্ষা এবং
(ঙ) কম্পিউটার বিষয়ক ব্যবহারিক পরীক্ষা
(চ) সাঁটলিপি নোট প্রতিলিপিকরণ (Transcribe)
(ঙ) বিভিন্ন অনলাইন পরীক্ষা, ইত্যাদি

৪. বাজেট প্রণয়ন/প্রাক্কলন পদ্ধতি-

(৪.১) বাজেট প্রণয়নে বিবেচ্য বিষয়াদি-

(ক) পদ/পরীক্ষার্থীর সংখ্যা;
(খ) পদের ধরণ;
(গ) নিয়োগ, পদোন্নতি ও অন্যান্য পরীক্ষা কার্যক্রমে অর্ন্তভূক্ত জনবলের ধরণ ও সংখ্যা;
(ঘ) সেবা গ্রহীতা প্রতিষ্ঠানের ভেন্যুতে দায়িত্বপ্রাপ্ত জনবল; এবং
(ঙ) অন্যান্য

প্রণয়ন/প্রাক্কলন বিস্তারিত খাতসমূহ নিম্নরুপ-

ক্রঃ	প্রণয়ন/প্রাক্কলন বিভিন্ন খাতসমূহ
১	সার্বিক তত্বাবধানকারী
২	তত্বাবধানকারী
৩	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রস্তুত, মডারেশন এবং প্রশ্নপত্র সেটিং, কোডিং/ডিকোডিং ইত্যাদি
৪	পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকারী (পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন)
৫	ফলাফল প্রসেসিং ও প্রদান
৬	পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় সহায়তাকারী
৭	ল্যাব সহকারী
৮	ড্রাইভার
৯	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)
১০	প্রহরী/গার্ড
১১	ক্লিনার
১২	স্টেশনারী আইটেম (টোনার, কাগজ, কলম, অন্যান্য)
১৩	আপ্যায়ন (নাস্তা ও লাঞ্চ)
১৪	উত্তরপত্র প্রস্তুত, পরীক্ষার আসন বিন্যাস
১৫	ভেন্যু ফি (স্কুল/কলেজ ইত্যাদি) (যদি থাকে)
১৬	ল্যাব ভাড়া (বিসিসি'র কাউন্সিল কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)
১৭	অন্যান্যা খাত (যদি থাকে)

(৪.২) খাত অনুযায়ী নির্ধারিত ফিসমূহ-

ক্রঃ	প্রণয়ন/প্রাক্কলন বিভিন্ন খাতসমূহ	সম্মানীর পরিমান (টাকা/জনপ্রতি)
১	সার্বিক তত্বাবধানকারী	৮০০০.০০ টাকা
২	তত্বাবধানকারী	৭০০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৩	প্রশ্নপত্র প্রণয়ন, প্রশ্নপত্র প্রস্তুত, মডারেশন এবং প্রশ্নপত্র সেটিং, কোডিং/ডিকোডিং ইত্যাদি	৬৫০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৪	পরীক্ষা ব্যবস্থাপনাকারী (পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন)	৬৫০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৫	ফলাফল প্রসেসিং ও প্রদান	৬৫০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৬	পরীক্ষা ব্যবস্থাপনায় সহায়তাকারী	৩৫০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৭	ড্রাইভার	৩০০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৮	ল্যাব সহকারী	২৫০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
৯	অফিস সহায়ক (এমএলএসএস)	২০০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
১০	প্রহরী/গার্ড	২০০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
১১	ক্লিনার	২০০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
১২	স্টেশনারী আইটেম (টোনার, কাগজ, কলম, অন্যান্ন)	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৩	আপ্যায়ন (নাস্তা ও লাঞ্চ)	দুপুরের খাবার- ৫০০.০০ টাকা/জনপ্রতি নাস্তা- ২০০.০০ টাকা/জনপ্রতি
১৪	উত্তরপত্র প্রস্তুত, পরীক্ষার আসন বিন্যাস	উত্তরপত্র প্রস্তুত - ১০.০০ খাতাপ্রতি পরীক্ষার আসন বিন্যাস- ৫.০০ আসনপ্রতি
১৫	ভেন্যু ফি (স্কুল/কলেজ ইত্যাদি) (যদি থাকে)	প্রয়োজন অনুযায়ী
১৬	ল্যাব ভাড়া (বিসিসি'র কাউন্সিল কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত)	অর্ধ দিবস- ৬০০০.০০ (প্রতি ল্যাব) পূর্ণ দিবস- ১০০০০.০০ (প্রতি ল্যাব)
১৭	অন্যান্যা খাত (যদি থাকে)	প্রয়োজন অনুযায়ী

৫. বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা গ্রহণের জন্য বাজেট প্রণয়ন:

অনুচ্ছেদ ৪.১ ও ৪.২ এর অনুসরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিত পরীক্ষার্থী সংখ্যা, পদের ধরণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন হবে। প্রনীত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মতি সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

৬. নিয়োগ/পদোন্নতি ও অন্যান্য পরীক্ষার ব্যয় বিভাজন সংক্রান্ত:

অনুচ্ছেদ ৫ এর আলোকে প্রাপ্ত অর্থের ল্যাবভাড়া ও সংস্থাপন চার্জ বিসিসি'র আয় খাতে জমা হবে। আপ্যায়ন ও লজিষ্টিক খাতের প্রাপ্ত অর্থ প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যয় নির্বাহ করতে হবে। সম্মানী খাতে প্রাপ্ত অর্থ থেকে ২০% অর্থ বিসিসি'র আয়খাতে জমা প্রদানের পর অবশিষ্ট অর্থ গ্রেড অনুসারে নিবার্হী পরিচালকের অনুমোদক্রমে গ্রেড ও শ্রেনী (১ম, ২য়, ৩য় ও ৪র্থ) অনুযায়ী সম্মানী প্রদান করা হবে।

৪.১ ও ৪.২ এর অনুসরণে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের চাহিত পরীক্ষার্থী সংখ্যা, পদের ধরণ ও সংখ্যার ভিত্তিতে বাজেট প্রণয়ন হবে। প্রনীত বাজেট সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের সম্মতি সাপেক্ষে পরীক্ষা গ্রহণ করা হবে।

নিয়োগ পরীক্ষার প্রশ্নপত্র প্রণয়ন ও প্রস্তুত, মডারেশন এবং প্রশ্নপত্র সেটিং, পরীক্ষা গ্রহণ ও উত্তরপত্র মূল্যায়ন, ফলাফল প্রসেসিং ও প্রদান সংক্রান্ত যাবতীয় কার্যক্রম পরিচালনার জন্য কমপক্ষে তিনটি (০৩) কমিটি থাকবে। তবে কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে এক বা একাধিক কমিটি গঠন করতে হবে।